OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 331 - 339
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

প্রফুল্ল রায়ের ‘যুদ্ধযাত্রা’ উপন্যাস : সমাজ বাস্তবতার স্বরূপ ও নিম্নবর্গীয় চেতনা

পল্লবী ঘোষ
গবেষিকা, বাংলা বিভাগ
তিলকামাঝি ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিহার
Email ID : pallabighosh1741995@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Subaltern, Socio Economic Condition, Human consciousness, Aristocracy, Exploitation, Helplessness, Poverty, Human Right.

Abstract

Our society is divided into several strata. The people at the bottom of the social inequality of economic and racial high-low, strong-weak are identified as the 'lower class.' For a long time, the lower class of society has been trampled by the upper class. Even though the elites represent themselves as compassionate representatives of the people in the workplace, they become violent and cruel when their interests are harmed. Inspired by Sarvodaya leader Vinobaji, in the 'Bhumidaan Yagya', landowners donated their fallen, barren lands to the homeless and destitute people of the lower classes in the hope of gaining merit and fame. When that land became fruitful due to the hard work of the untouchables, feudal lords came forward with their claim to ownership. They committed unspeakable atrocities to helpless people. They started harvesting the crops of the land under the supervision of their own soldiers and land soldiers. When the poor resisted, they unhesitatingly used machetes to shoot and kill 18 poor farmers indiscriminately in the presence of the police, and 11 women were gangraped and forced to die. Again, they are proven innocent to the end through the power of empowerment. They are eager to present themselves as great to the public by handing over the police their hired wrestlers. Despite realizing the harsh social reality of the manipulations of the feudal lords, lower-class people are forced to remain silent in the face of fear and helplessness of poverty. However, inspired by compassionate, selfless people like Rakesh, Devarati, and freedom fighters, who have compassion for the lower class, they realize their human rights. Conquering fear and helplessness a humane spirit begins to awaken in them. Overcoming all obstacles, they come forward in the fight for justice and accelerate the progress of civilization. Based on novelist Prafulla Roy's novel 'Juddha Yatra', this article will discuss the harsh reality behind the scenes of the social system and the awakening of the human spirit of fighting for the rights of the lower-class people.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

পরিবার ছাড়িয়ে মানুষ তার পারস্পরিক প্রয়োজনে গড়ে তুলেছে সমাজ। প্রাত্যহিক জীবনে সমাজের আনুগত্য মেনে চলায় অবশ্যকর্তব্য বলে সামাজিক মানদণ্ডে সর্বজনস্বীকৃত। আমাদের এই সমাজ পরিকাঠামোর মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে বৃহৎ-ক্ষুদ্র, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বলের ভেদাভেদ। বাস্তবের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে এই বৈষম্যকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব। আর্থিক ও জাতিগত ক্ষমতার শীর্ষে থাকা মানুষের কাছে ক্ষমতা ও মর্যাদা এককেন্দ্রীভূত হয়েছে। রক্ত মাংসের শরীরে এক হয়েও সামাজিক বৈষম্যের রূপভেদে সমাজ নামক মানদণ্ডে নীচের সারিতে অবহেলিত, শোষিত মানুষদের চিহ্নিত করা হয় 'নিম্নবর্গীয়' নামে। এই 'সাবলর্টান' শ্রেণীর বিপরীতে অবস্থিত বুর্জোয়াশ্রেণি, শুধুমাত্র সমাজ পরিকাঠামোর শীর্ষে থেকে তারা প্রভুত্বই ফলায় না, সঙ্গে সঙ্গে নিজ কর্তৃত্বে সমাজকে এমনভাবে গাইড করে যাতে 'সাবলর্টান' শ্রেণী শোষিত হয়েও বুর্জোয়াশ্রেণীর কতৃর্ত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। ইতালীয় দার্শনিক আন্তেনীয় গ্রামশীর বিশ্লেষণ অনুযায়ী-

> "বুর্জোয়া শ্রেণী কেবল শাসনযন্ত্রে তার প্রভুত্বই, প্রতিষ্ঠা করে না, সৃষ্টি করে এক সার্বিক সামাজিক কর্তৃত্ব বা 'হেগেমনি'। কেবল রাষ্ট্রীয় শক্তিকে অবলম্বন করে এই সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের জগতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে 'হেগমনিক' বুর্জোয়াশ্রেণী তার শাসনের নৈতিক ভিত্তি 'সাবলর্টান' শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে সামাজিক সম্মতিও আদায় করে নেয়।"[১]

সমাজের বৃহৎশক্তির ক্ষমতার কাছে নিজেদের পরাভবকে মেনে নিয়ে নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নীরব থাকলেও, মাত্রাতিরিক্ত বঞ্চনা, শোষণের শিকারে তারা হয়ে ওঠে প্রতিবাদী। সমাজের অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর শাসকরা শাসনের নামে নিম্নশ্রেণীর মানুষের উপর চালায় অকথ্য অত্যাচার, বলপ্রয়োগ ও ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে নিম্নশ্রেণীর জনজীবনকে করে বিপর্যস্ত। সবলের চাতুরির কাছে হেরে যায় সাধারণ মানুষ। তাদের পাতা ফাঁদের অমোঘ টানে বন্দী হতে হতে হারিয়ে ফেলে নিজের স্বাধীন ব্যক্তিগত চিরন্তন সত্তাকে। সমাজের প্রতিভূশ্রেণী আপন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য খেয়ালখুশি মতো সামাজিক পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। মানুষ যখন থেকে তার যাযাবর জীবন ছেড়ে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলতে শুরু করেছে তখন থেকেই সামাজিক বৈষম্যের সূত্রপাত। স্বাধীনোত্তর কালেও তা বিরাজমান। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের পাতায় সর্বসাধারণের সমতার কথা থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তার বিপরীতমুখী ক্রিয়ায় আমরা দেখতে পাই। তবে দুর্বলের প্রতি সবলের আগ্রাসী মনোভাবের প্রভাবে দুর্বলরা যে সবসময় চুপ থেকেছে এমন নয়, অপরিসীম লাঞ্ছনায় হৃতসর্বস্ব অসহায় মানুষগুলি নিজেদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থেকেও অনেক ক্ষেত্রেই দুঃসাহসে ভর করে নিজেদের দাবিগুলো পূরণের জন্য সচ্চোর হয়েছে। গোষ্ঠীবদ্ধ আক্রমণ করে ছিনিয়ে নিয়েছি নিজেদের প্রাপ্য। কখনো একক প্রতিবাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দুর্বলের অন্তর্নিহিত ইচ্ছাশক্তির জয়গান ঘোষণা করে নিম্নশ্রেণীর সামাজিক অবস্থানকে কয়েক গুণ ত্বরান্বিত করেছে। সময়ের ঘূর্ণাবর্তে সামাজিক ভেদাভেদের বাস্তবিক চিত্র সংবেদনশীল লেখকহৃদয়কে শুধু মর্মাহত করেছে এমনই নয়, তাদের লেখনীতে তা পেয়েছে ভিন্নমাত্রা। সমাজের দর্পণ হিসেবে বিবেচিত সাহিত্যে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের শোষণ, বঞ্চনা, অধিকার পাবার লড়াইয়ের পরিশীলিত দ্বান্দ্বিক রূপ, সাহিত্যকে করে তুলেছে ঐশ্বর্যমন্ডিত।

বাংলা সাহিত্যচর্চার শুরু থেকে নিম্নশ্রেণীর মানুষের চালচিত্রের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে সাহিত্যের পাতায়। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ'-এর ধর্মীয় তথ্যের পরিবেশনে রূপকের মধ্যেও ছড়িয়ে রয়েছে নিম্নশ্রেণীর সমাজ জীবনের বাস্তবতা। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য, লোককথা, আধুনিক কালের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সমস্ত লেখকের লেখনীতেই উঠে এসেছে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা, দৈনতা, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, লড়াইয়ের ইতিহাস। যুগে যুগে যারা দিয়ে গেল, পেল না কিছুই। সমাজের সেই বৃহত্তর কান্ডারীকে অস্বীকার করা যায় না। সাহিত্য তো সমাজ বাস্তবতারই আরেক রূপ। নিম্নশ্রেণীর চর্চার ইতিহাস তাই সুদূরপ্রসারী। এই চর্চার এক সাহিত্যপ্রতীম ব্যক্তি প্রফুল্ল রায়। তিনি তাঁর বোহেনিয়াম জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আর তার এই অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের শৈল্পিক পরিসরে তুলে ধরে বাংলা সাহিত্যে যোজন করেছে এক অনবদ্য রূপ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পূর্ববাংলার ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে ১৯৩৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নদীমাতৃক পূর্ববাংলা শস্য-শ্যামল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপার ঐশ্বর্য থেকে ছিন্নমূল হয়ে পঞ্চাশের দশকে ভারতে এসে উপলব্ধি করেন জীবনের এক কঠিন বাস্তবরূপ। ভারতে এসে উত্তর বিহারের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে তিনি কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। সেখানে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতায়নের একাধিপত্য। উপন্যাস সংকলন 'মানবজীবন' গ্রন্থের 'লেখকের কথা'তে প্রফুল্ল রায় বলেছেন –

> "বৃহৎ জমিদারেরা প্রদেশটি শতকরা সত্তর-পঁচাত্তর ভাগ জমি দখল করে রেখেছে। এমনও দেখেছি এক রেল স্টেশন থেকে আর এক রেল স্টেশনের মাঝখানের সমস্ত শস্যক্ষেত্রের মালিক একটি মাত্র উচ্চবর্ণের পরিবার-- হয় ব্রাহ্মণ, নতুবা কায়াত কি রাজপুত ক্ষত্রিয়। বাকি বিপুল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশরই এক 'ধুর'ও জমি নেই।"[২]

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও নিম্নশ্রেণীর মানুষদের এই দুরবস্থা দেখে তিনি অবাক হয়েছিলেন। ভারতের অন্তর্ভুক্ত উত্তর বিহারের এই প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে তখনও তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন মিথ্যা ঋণের জালে জড়িয়ে বংশ পরম্পরায় বেগার খাটানো, শ্রমিক শ্রেণীর উপর নির্মম অত্যাচার, জাতি-বর্ণের ভেদাভেদ করে নিম্নশ্রেণীর মানুষের পদদলিত করার চিত্র। ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের পতন হলেও নিম্নশ্রেণীর মানুষ তাদের গতানুগতিক চিন্তা-চেতনা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি সহজে। স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসেবে জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার এই উপলব্ধি জাগরণে নিম্নশ্রেণীর মানুষের অনেকটা সময় কেটে যায়। স্বাধীনতার নামে আনুষ্ঠানিক ভাবে ক্ষমতার হাত বদল হয় মাত্র। ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্তি পেলেও জাতিগত, অর্থগত, রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন অভিজাতবর্গের কাছে পদদলিত হতে থাকে নিম্নশ্রেণী। স্বাধীনতা আসে, শোষণ কমে না। শুধুমাত্র তার রূপ বদল হয়। স্বাধীনতা বিষয়টির যথার্থ মর্মার্থ কি? চিরশোষিত মানুষদের কাছে এই সত্যের যথার্থতা চিরকাল অধরাই থেকে যায়। শোষণের এই রূপ বদল যুগে যুগে অব্যাহত, শুধুমাত্র নামকরণের ভিন্নতায় সাধারণ মানুষ হয় বিব্রত। সমাজ বাস্তবতার দ্বান্দ্বিক পটভূমিকে সত্যসন্ধানী লেখক গভীরভাবে অনুধাবন করে। সত্য-মিথ্যা বেড়াজালকে স্পষ্ট করে সাহিত্যকে করে তোলে সমাজের দর্পন। যে দর্পণে মানুষ নিজ স্বরূপকে দর্শন করে। আপাতদৃষ্টির আড়ালে বাস্তবকে জানতে, কল্পনা ও রূপকের অন্তরালে প্রকৃত সত্যের উদঘাটনে, চেতনার বিনির্মাণে সাহিত্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বিংশ শতাব্দীর সামাজিক রাজনৈতিক জটিলতায় মানুষের জীবনের গতিধারাগুলি যখন দ্রুতই বাক নিচ্ছিল, তখন দেশভাগের প্রভাবে ছিন্নমূল সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায় বিহারের প্রত্যন্ত এলাকায় ঠাঁই পেয়ে সামন্তশ্রেণীর আধিপত্যের বর্বর রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই সঙ্গে সেখানকার প্রান্তিকবর্গের মানুষের 'টিকে থাকা'র লড়াইয়ের বাস্তবরূপ গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তারই প্রভাব পড়েছে আশির দশকের লেখা রচনাগুলিতে। বিশেষত বিহারের প্রান্তিকবর্গের মানুষের জীবনের প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে 'ভাতের গন্ধ' (১৯৮১), 'আকাশের নিচে মানুষ' (১৯৮১), 'মানুষের যুদ্ধ' (১৯৮৩), 'ধর্মান্তর' (১৯৮৪), 'দায়বদ্ধ' (১৯৮৬), 'প্রস্তুতিপর্ব' (১৯৯০), 'যুদ্ধযাত্রা' (১৯৯১) মতো উপন্যাসগুলিতে। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ছোটগল্পগুলি 'সাতঘড়িয়া', 'মানুষ', 'চুনাও', 'ভোজ', 'কার্তিকের ঝড়', 'শনিচারীর ইচ্ছাপূরণ' ইত্যাদিতে রয়েছে এর প্রভাব। বিহারের প্রান্তিকবর্গের জীবনের প্রেক্ষাপটকে নিয়ে লেখা হলেও নিম্নশ্রেণীর মানুষের দুরবস্থা কোন স্থানিক দূরত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর বিভীষিকাময় রূপ সর্বকালে, সর্বস্থানে একই রকম।

স্বার্থান্বেষী মানুষের বাহ্যিক রূপের আড়ালে স্বার্থসিদ্ধি করার অভিসন্ধিপরায়ণ বাস্তবতা এবং এর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর মানুষের টিকে থাকার সংগ্রামের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে প্রফুল্ল রায়ের উপরিক্ত রচনাগুলিতে। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে এরকমই একটি রচনা 'যুদ্ধযাত্রা' উপন্যাসটি আলোচনা করা হবে। যেখানে অভিজাতবর্গ নিজ স্বার্থকায়েম করতে কিভাবে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের কাজে লাগিয়েছে। আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাদের উপর চালিয়েছে যথেচ্ছাচার শোষণ। এই মাত্রাতিরিক্ত শোষণকে প্রান্তিকবর্গ সবসময়ই নির্বিরোধী ভাবে মেনে নেননি। বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে তাদের চেতনার স্ফূরণ হয়েছে। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে তারা গর্জে উঠেছে। উচ্চশ্রেণীর ক্ষমতার কাছে পদানত না হয়ে আপন সাহসিকতার সংগ্রামে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লড়াই করে যুগে যুগে থেকেছে অপরাজেয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রফুল্ল রায়ের 'যুদ্ধযাত্রা' (১৯৯১) উপন্যাসের পটভূমি উত্তর বিহারের দোসাদ, গাঙ্গোতা, চামার, ধাঙর, এমন নানা জাতের জল-অচল অচ্ছুতের ধারাবনী, বারহৌলি, মধিপুরা গ্রাম। সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ গিরিলাল ঝা এবং ত্রিলোকী সিং সেখানকার সবচেয়ে বড় জমিমালিক। ত্রিলোকী সিং সেখানকার স্বাধীন ভারতের নির্বাচিত এম এল এ। জনবল ও অর্থবলে দেশের আইন-প্রশাসন তাদের হাতের মুঠোয়। সাংবিধানিক রায়কে অস্বীকার করে নিজস্ব কানুনে চালায় রাজত্ব, মধ্যযুগীয় বর্বরতা। বৃহত্তম গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ত্রিলোকী সিং। ভোটের আগে তাকে নির্বাচিত করার জন্য ধারাবনী, বারহৌলি মতো গ্রামগুলিতে গিয়ে হতদরিদ্র নিঃস্ব মানুষগুলিকে খুন, মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে প্ররোচিত করার চিত্র ফুটে উঠেছে রাকেশকে বলা ধনুয়ার অসহায় উক্তিতে। রাকেশ যখন ধনুয়াকে বলে তোমরা ইচ্ছে করলেই একজন ভালো লোককে ভোট জিতিয়ে ত্রিলোকী সিংয়ের ক্ষমতাকে নস্যাৎ করতে পারো। রাকেশের এই কথা শুনে ধনুয়া চমকে ওঠে। কারণ ধনুয়ার মত নিঃস্ব মানুষগুলি জানে এর পরিণতি কত ভয়াবহ –

> "ফি বার চুনাওয়ের আগে আগে ত্রিলোকী সিংয়ের পহেলবানেরা এবং ভূমিসেনারা লাঠি এবং বন্দুক কাঁধে করে অচ্ছুৎদের গাঁগুলোতে ঘুরে ঘুরে বলে যায়, সবাই যেন সিংজির প্রতীকে মোহর মারে। যদি কেউ তা অমান্য করে অন্য প্রতীকে ছাপ মারে এবং ত্রিলোকী সিংয়ের বদলে অন্য কেউ চুনাওতে জিতে যায়, গাঁককে গাঁ জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। পুরুষদের এমন মার দেওয়া হবে যে সারা জীবনে তারা ভুলবে না, আওরতদের নাঙ্গা করে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হবে।"[৩]

সাংবিধানিক আইনে 'ভোট' প্রতিনিধি নির্বাচনে ব্যক্তিগত মত প্রকাশের মাধ্যম। কিন্তু সামাজিক বাস্তবতায় এর পৃথক রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। উত্তর বিহারের ধারাবনী, বারহৌলি, মধিপুরার মতো অনুন্নত জীবনে 'ভোট' কোন স্বাধীন মতামত জানানোর প্রক্রিয়া নয়। ক্ষমতাপিপাসুদের জোরপূর্বক ভয় দেখিয়ে নিজেদের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করার এক জনবিরোধী কর্মসূচি।

প্রফুল্ল রায়ের 'যুদ্ধযাত্রা' উপন্যাসে ধারাবনী, বারহৌলি, মধিপুরার এই তিনটি গ্রামে দিনের আলোয় বিনাদোষে নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ৩০ জন হতদরিদ্র, নিঃস্ব কৃষকদের নির্বাচনের গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। ১১ জন মেয়েকে গণধর্ষণ করে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। এর পিছনেও রয়েছে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার। আবহমানকাল ধরে সবলের হাতে দুর্বলের পরাজয়, লাঞ্ছনা, প্রতিনিয়ত অপমানে সজীব প্রাণগুলির মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হতে থাকে। হীনমন্যতার শিকার হয়ে নিজেদের অধিকারের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে পারে না। হতাশাগ্রস্তে মানুষগুলি আজন্ম লালিত সংস্কারকে আকড়ে নিয়তিকে সম্বল করে বেঁচে থাকে। তাদের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজের অভিজাতবর্গ, নিজ স্বার্থসিদ্ধি করতে পালোয়ান ও ভূমি-সেনাদের লেলিয়ে দিয়ে অচ্ছুৎ গাঁগুলিতে ত্রাস ছড়িয়ে দেয়।

উত্তর বিহারের নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলি পুরুষানুক্রমে সামন্তপ্রভু ত্রিলোকী সিং ও গিরিলাল ঝার জমিতে কাজ করে তাদের জীবিকা ধারণ করেছে। সর্বোদয় নেতা বিনোবাজি, হতদরিদ্র, নিঃস্ব মানুষগুলির মঙ্গলের জন্য তার মহৎ উদ্দেশ্য 'ভূদান যজ্ঞ' কর্মসূচি নিয়ে বিহারের গ্রামগুলিতে পদযাত্রায় আসেন। বড় বড় জমির মালিক, জমিদারের কাছে প্রার্থনা জানাই ভূমিহীন মানুষগুলির পাশে দাঁড়ানোর। চারিদিকের 'ভূদান যজ্ঞ' নামে এই পুণ্যকর্মের আলোড়নে দেশ যখন আলোড়িত। তখন নিজেদের মহত্বকে প্রকাশ করতে উত্তর বিহারের দুই জমিমালিক ত্রিলোকী সিং ও গিরিলাল ঝা শপথ নিলেন তাদের পড়তি জমি বিলিয়ে দেবেন ভূমিহীন অচ্ছুৎদের। এই স্বতঃস্ফূর্ততা যতটা না আন্তরিক, তার চেয়েও বেশি পুণ্য অর্জনের লোভ, শাস্ত্রীয় মতে 'ভূমিদান' একটি বৃহৎ পুণ্যকর্ম। নিজেদের মহত্ত্ব প্রকাশের অভিপ্রায়ে বারহৌলি গ্রামে বিশাল জনসভার আয়োজন করে পাহাড়ের গায়ের অনুর্বর, রুক্ষ পাথুরে, অনাবাদি পড়তি জমি অচ্ছুৎদের দানপত্র করে দিয়েছিলেন ত্রিলোকী সিং ও গিরিলাল ঝা। চিরকালের অবহেলিত শোষিত, বঞ্চিতরা এক টুকরো নিজস্ব অনুর্বর জমি পেয়ে পরম উৎসাহে অনুর্বর ভূমিকে ফলবতী করার জন্য চালায় এক কঠিন লড়াই। পাথুরে জমিকে চাষযোগ্য করে তুলতে নিজের শেষ জীবনীশক্তিটুকুও উজার করে দিয়েছে এই হতভাগ্য মানুষগুলি। অপূর্ব এক উন্মাদনায় তারা বছরের পর বছর জমিতে লাঙ্গল চালিয়ে, পরতে পরতে মাটি তুলে, জৈব সার মিশিয়ে, মাটিকে চৌরস করে সোনার ফসল ফলায় কাঁকুরে মাটিতে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পড়তি জমি ফলবতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমিমালিক ত্রিলোকী সিং ও গিরিলাল ঝার আসল রূপ বেরিয়ে পড়ে। হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর মানুষগুলি পুণ্যার্জন ও মহৎ হবার আশায় পরিত্যক্ত অপ্রয়োজনীয় জিনিস দান করতে পারে, কিন্তু লাভের গন্ধ পেলে নিজেদের দান করা জিনিসে ভাগ বসাতেও দ্বিধাবোধ করে না। যেকোনো উপায়ে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করতে তৎপর হয়। অছুৎদের প্রাপ্য থেকে তাদের বঞ্চিত করে জমিমালিকরা ধারাবনী, বারহৌলি গ্রামের নিম্নশ্রেণী মানুষদের উপর চালিয়েছে নির্মম অত্যাচার।

অচ্ছুৎটোলার মানুষগুলি অক্লান্ত পরিশ্রম করে পাথুরে জমিতে সোনার ফসল ফলালে মালিকানার দাবি নিয়ে সে ফসল কাটতে এসেছে ত্রিলোকী সিং ও গিরিলাল ঝার ভূমিসেনারা। পুলিশ ও পালোয়ানের তত্ত্বাবধানে এ অন্যায়কার্যে হতদরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের অক্ষমতাকে জেনেও নীরবে বসে থাকতে পারে না। ভূমিসেনাদের ফসল কাটতে বাঁধা দেয়। কিন্তু জমিমালিকদের সশস্ত্র পালোয়ান ও প্রশাসনিক পুলিশ বাহিনীর কাছে তারা নিতান্তই নিরুপায়। পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে নিরপরাধ মানুষগুলিকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। তাদের উপর হওয়া অত্যাচারের থেকে মুক্তির জন্য ধনুয়া থানাদারের পা জড়িয়ে ধরে কাতর আর্তি জানালে, থানাদারের ব্যবহার আমাদের বুঝিয়ে দেয় ক্ষমতা যার, প্রশাসনিক ন্যায়-অন্যায় বিচার করার কর্তৃত্বও তার। তাই তো ধনুয়ারা ন্যায়বিচার পাবার পরিবর্তে পেয়েছে অবিচার। পুলিশের দারোগা লাথি হাকিয়ে ধনুয়াকে দশ হাত দূরে ফেলে দিয়ে বলে –

> "শুয়োরকা বচ্চে, তোদের বাপের জমি! বাপের ফসল!"[৪]

জমি মালিকদের পোষা পালোয়ানের সঙ্গে সরকারি জনসেবামূলক কাজের কর্মকর্তা পুলিশের ব্যবহারের কোন পার্থক্য নেই। কার্যক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্মীরাও উচ্চশ্রেণীর মানুষের ইশারার 'পুতুল মাত্র'।

চিরকাল যারা অবহেলিত হয়ে আসছে তাদের মধ্যেও থাকে মানবিক চেতনা। পাহাড়তলীর জমি থেকে নিজেদের কষ্টোপার্জিত ফসল চোখের সামনে জমিমালিকদের ভূমিসেনারা কেটে নিয়ে যেতে থাকলে তারাও আর হাত-পা গুটিয়ে নীরবে বসে থাকতে পারে না। আজন্ম ভীরুতাকে জয় করে ধনুয়ার নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভূমিসেনাদের উপর। কিন্তু এর পরিণতি বড় করুন। প্রকাশ্য দিনের আলোয় পুলিশের উপস্থিতিতে এই তান্ডবে ১৮ জন হতদরিদ্র মানুষকে নির্বিচারে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। ১১ জন নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করে তাদের উপর চালানো হয় অকথ্য অত্যাচার, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় গ্রামগুলিতে। তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার এই কেস কোর্টে উঠলে সাক্ষ্য দেবার মত একজন কেউ পাওয়া যায় নি। নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডে পাঁচজনকে দোষীসাবস্ত করে হাজতে চালান দেওয়া হলেও, সাক্ষীর অভাবে তাদের শাস্তি দিতে অপারগ রাকেশের মতন আদর্শবান সৎ ম্যাজিস্ট্রেটও। এর পেছনের বাস্তবতাকে তলিয়ে দেখলে দেখতে পাবো পুলিশ সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করতে পারেনি এমন নয়। সামন্তপ্রভুদের অর্থবল, জনবলের ক্ষমতায়নের জোড়ে তাদের পিছিয়ে আসতে হয়েছে নিজস্ব আদর্শ থেকে। যে পাঁচজন খুনীকে হাজতে রাখা হয়েছে তারাও প্রকৃত দোষী নয়। এই ষড়যন্ত্রের আড়ালে রয়েছে সমাজের প্রতিভূ শ্রেণী। যারা অন্তরালে থেকে অর্থলোভ দেখিয়ে সমাজের কিছু বিবেকহীন মানুষকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করে। অপরাধমূলক কাজের কর্ণধার হয়েও জনপ্রতিনিধি হিসেবে সামাজিক প্রতিষ্ঠাতা লাভ করে অন্তরালে নিজের আখের গোছাতে তৎপর হয়।

ধনুয়ার মতো সাধারণ মানুষরা এই ক্ষমতাবান প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করতে পারলেও তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বার বার নিজের অস্তিত্বকে সংকটে ফেলতে ভয় পায়। সাহস করে এগিয়ে গিয়ে নিজেদের দাবি জানাতে পারে না। জঙ্গলে লুকিয়ে পশুর মতন জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তারাও নিজস্ব চেতনার আলোড়নের তাড়নাকে দাবিয়ে রাখতে পারে না। ধারাবনীর নির্যাতিত নারী, পুরুষরা কলকাতার বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টার দেবারতি ও উচ্চপদস্থ সরকারি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রাকেশের সহানুভূতিতে নিজেদের মনবেদনা ব্যক্ত করে ন্যায়ের দাবি করে। ধারাবনী, বারহৌলি, মধিপুরার অচ্ছুৎদের উপর হওয়া নির্মম হত্যাকাণ্ড ও নারী নির্যাতনের কথা উঠলে সেখানকার চায়ের দোকানদার, পি ডব্লু ডি বাংলোর ম্যানেজার অবোধনারায়ণ, ধারাবনী গ্রামের গরীব গনপৎ, লছমি সহ সেখানকার অনেক মানুষ সামন্তপ্রভুদের রোষের মুখে পড়ার ভয়ে মুখ খুলতে না চাইলেও ধনুয়া দুসাদ, পতিয়া, কুঁদরী নির্দ্বিধায় তাদের উপর হওয়া অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দেবারতির কাছে ধনুয়ার মনের গভীর হতাশাও ব্যক্ত হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "এই খুন, আগুন, আমাদের ঘরের মেয়েদের বেইজ্জতি কোনদিন বন্ধ হবে না মেমসাব।"[৫]

আবহমানকাল ধরে চলে আসা দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের নির্মম বাস্তবতার স্পষ্ট উক্তি ধনুয়ার মতো আমাদেরও অবসাদগ্রস্থ করে তোলে।

নৈরাশ্যের শেষ সীমাই দাঁড়িয়ে তাদের হারাবার আর কিছুই নেই। দেবারতি ও রাকেশের মতো শুভাকাঙ্ক্ষীকে কান্ডারী হিসেবে পেয়ে ধনুয়া জঙ্গলে আশ্রিত ধর্ষিতা লাজো, পতিয়াকে তার নারী জীবনের যন্ত্রণাদায়ক বিড়ম্বনার কথা রিপোর্টার দেবারতিকে জানাবে কিনা বললে, লাজো লজ্জায় নিজের যন্ত্রণার ইতিহাস রিপোর্টার দেবারতিকে জানাতে না চাইলেও, পতিয়া দৃঢ়তার সঙ্গে জানায়।

> "জরুর কহুঙ্গি। আমার সবই তো ওরা খতম করে দিয়েছে। ডরনেকা কুছ নেহী, শরমানেকা ভি কুছ নেহী।"[৬]

লাঞ্ছিত পতিয়া স্বামীর অনুপস্থিতিতেও নিঃসঙ্কোচে তাদের উপর হওয়ার সমস্ত নির্যাতনের ইতিহাসকে জানাতে দ্বিধাবোধ করে না। মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষ দারিদ্র্যের যূপকাষ্ঠে বলি হয়েও সবসময় নিজের যন্ত্রণাকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। গরিব হলেও তাদের মধ্যে রয়েছে আত্মসম্মানবোধ, ভালোভাবে বাঁচার প্রেরণা, যা তদের সাহস যোগায় অন্যায়ের প্রতিরোধে। পতিয়া, কুঁদরী, লাগুর মত নারীরা চায় তাদের বিরুদ্ধে হওয়া অন্যায়ের প্রতিকার হোক। শাস্তি হোক অন্যায়কারীদের। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা এগিয়ে আসে অন্যায়ের প্রতিরোধে। সাহসী নারীদের এই জাগরণে বদলায় সমাজ। সর্বসমক্ষে আসে স্বার্থন্বেষী অভিজাতবর্গের প্রকৃত স্বরূপ।

ত্রিলোকী সিং, গিরিলাল ঝার মতো মানুষেরা নিজেদের রং বদল করে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে। সহজভাবে দেবারতি ও রাকেশকে তাদের দলভুক্ত করতে না পেরে, প্রতিনিয়তই প্রশাসনিক ও বাহুবল দ্বারা তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। চার বন্দুকধারীকে দিয়ে ভয় দেখিয়ে দেবারতিকে বারহৌলি গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে এসে গিরিলাল ঝার বাড়িতে আটক করে রাখা হয়। দেবারতি গ্রামের ধর্ষিতা নারী ও পুরুষদের উপর হওয়া সমস্ত অত্যাচারের বর্ণনা স্টেটমেন্ট হিসেবে টেপ রেকর্ড এবং প্রমাণ স্বরূপ তাদের ছবি ক্যামেরাবন্দি করলে, নিজেদের বিপদমুক্ত করতে গিরিলাল ঝা ও ত্রিলোকী সিং এর লোকেরা টেপ রেকর্ডার ও ক্যামেরায় সংরক্ষিত সমস্ত তথ্য প্রমাণ নষ্ট করে দেয়। নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলির গোষ্ঠীবদ্ধ অভ্যুত্থানে ভীত সন্ত্রস্ত সামন্তপ্রভুরা এই সত্য সহজেই উপলব্ধি করে ধারাবনী, বারহৌলি, মধিপুরার নির্যাতিত মানুষদের আর ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখা যাবে না। নিজেদের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখতে কূটকৌশলী মানুষগুলি দ্রুতই তাদের হিংসার রণরীতি বদলে তোষামোদের পথ ধরেছে। ভুখা, গৃহহারা, অসহায় মানুষগুলির পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়ে তাদের বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টা করেছে। তোষামোদকারী প্রতিভূশ্রেণী নিজস্বার্থে বাহ্যিকভাবে অনুতপ্ত হৃদয়ের ক্রন্দন প্রকাশ করে নতুন ভাবে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের আস্থা অর্জন করার অন্তর্নিহিত বাস্তবতাকে সহজেই অনুধাবন করেছে ধনুয়া। অসহায় নিরন্ন মানুষগুলি নিজেদের দারিদ্র্যের অসহায়তার কাছে হেরে গিয়ে গিরিলাল ঝা ও ত্রিলোকী সিং এর অভিসন্ধি বুঝেও তাদের দেওয়া আটা, ডাল, সবজি, নতুন করে অগ্নিদগ্ধ বাড়ি মেরামত করে দেওয়া হবে এই আশ্বাস নিয়ে, সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রতিরোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে জঙ্গল ছেড়ে গ্রামে ফিরতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু সেখানকার তেজী পুরুষ ধনুয়া এবং আনোখি পারেনি নিজেদের আত্মমর্যদাকে বিসর্জন দিতে। গিরিলাল ঝাদের অনুগ্রহ গ্রহণ করে আবার গ্রামে ফিরে এসে সামন্তপ্রভুদের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি তারা। অন্যায়ের প্রতিকারে শত দারিদ্রতাকেউ তুচ্ছ করে এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে –

> "ভূচ্চরের ছৌয়া খুনীদের ছাড়া হবে না। ওদের ফাঁসিতে চড়াতেই হবে। কুত্তাগুলো এত্তে আদমীর জান নিয়েছে, এতে অওরতের ইজ্জৎ নষ্ট করেছে।"[৭]

ধনুয়ার অপমানবোধ তীব্র, দারিদ্র্যের অসহায়তার কাছে সে সহজে হার মানেনি। আনোখিকে সঙ্গে নিয়ে পাঁচ-সাত মাইল দূরের নৌপুরায় গিয়ে হাঁটিওয়ালাদের মালপত্র বহন করে জীবিকা নির্বাহ করেছে। রাকেশদের পাশে থেকে ন্যায় বিচার পাওয়ার লড়াই চালিয়ে গিয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিম্নশ্রেণীদের প্রতিনিধি ধনুয়া নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েও তার সমগোষ্ঠীর মানুষদের নিরুপায়তাকে উপলব্ধি করেছে। তার প্রতিবেশীরা সামন্তপ্রভুদের কথা মেনে নিয়ে জঙ্গল ছেড়ে আবার গ্রামে ফিরে এসেছে এর পেছনেও রয়েছে বাস্তবতার এক রূঢ় রূপ। অভাবের তাড়নার কাছে সমস্ত অপমান, অত্যাচার, গ্লানিবোধ তুচ্ছ হয়ে যায়, স্বাভাবিকভাবেই মনের জোর স্তিমিত হয়ে আসে। ধনুয়া তাদের করুণ পরিস্থিতি উল্লেখ করে যা বলেছে তাতে নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলির অসহায় পরিস্থিতির এক চরম রূপ পরিস্ফূট হয়েছে।

> "না গিয়ে কি আর করার, এই জঙ্গলে পড়ে থাকলে ভূখাই মরতে হবে। গরিব আদমী সব- ক্ষেতি নেই, পয়সা নেই, মন তো এমনিতেই দুবলা হয়ে যায়।"[৮]

এক মুঠো অন্য সংস্থানের জন্য যাদের গিরিলাল ঝা এবং ত্রিলোকী সিং এর মতো উচ্চশ্রেণীর মানুষদের করুনার উপর নির্ভর করতে হয়। তাদের পক্ষে আত্মমর্যাদা বজায় রেখে আর কতক্ষণ বা নিজের ও পরিবারের জৈবিক চাহিদার কাছে মেরুদন্ড সোজা রেখে লড়াই করা সম্ভব। ক্ষমতায়নের জোরে হতদরিদ্র মানুষগুলিকে যারা জীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে, তাদের একবারের ডাকেই সমস্ত আত্মমর্যদাকে বিসর্জন দিয়ে আবার সেই সামন্তপ্রভুদের জমিতে লাঙ্গল, কোদাল, কাস্তে হাতে ছুটতে হয় ভুখা মানুষের দলগুলিকে। মনের সমস্ত গ্লানিবোধ মুছে ভুখা মানুষগুলি পেটের দায়ের কাছে পরাজিত হয়ে সামন্তপ্রভুদের বাড়ির ভাত, ডাল, সবজি, মিষ্টির 'বাড়িয়া ভোজন' তৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করে। কেননা ক্ষণিকের আত্মমর্যদা বজায় রেখে তাদের তোষামোদকে আজ উপেক্ষা করলেও, পেটের দায়ে একদিন বাধ্য হয়েই তাদের পদতলে সামান্যতম কাজের জন্য মিনতি করা ছাড়া কোন উপায় নেই মানুষগুলির। সমাজের নীচের তলার এই মানুষগুলির নিরুপায়তা, দুরবস্থাকে রাকেশ, রামলখনদের দলটি সহজেই উপলব্ধি করেছে। তাই বারবার ব্যর্থ হয়েও নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলির মনে প্রতিবাদী চেতনার জাগরণে চেষ্টা তারা চালিয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতির শিকার মানুষগুলির উচ্চশ্রেণির পদাশ্রয়ে থেকে মুখ বুঝে সকল যন্ত্রণা সহ্য করে জীবনধারণ করার আসল রূপ ব্যক্ত হয়েছে লেখকের ভাষায়।

> "কেঁচো বা কৃমিকীটের মত পিঠ বাঁকিয়ে মুখ বুজে চিরকাল তাদের চলতে হয়। তাদের নারীদের সম্মান বা পুরুষের খুন হওয়া কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই নয়।"[৯]

'তাদের' (নিম্নশ্রেণী) নারীর সম্মান, পুরুষদের খুন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়। কেননা বাস্তবতা তাই বলে, যেখানে এলিট শ্রেনীর মধ্যে কোনো তুচ্ছ ঘটনা নিয়েও মাতামাতি, উন্মাদনার শেষ নেই সেখানে একই দেশের সমান আইনব্যবস্থায় নিম্নশ্রেণীরা চিরকালই বঞ্চিত। নিঃস্ব মানুষগুলির মধ্যে অপমানবোধ, গ্লানিবোধ, লাঞ্ছনার চাপা ক্রোধ থাকলেও হতাশা আর অসহায়তার কাছে তারা পরাজিত। লোকচক্ষুর আড়ালে তাদের অন্তঃকরণের রাগ, অভিমান, আত্মসম্মান, হতাশা, লাঞ্ছনার রেশ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। বলতে গেলে বেঁচে থাকাটাই যাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ তাদের কাছে জৈবিক চাহিদার ঊর্ধ্বে ন্যায়-অন্যায়, অপমানবোধ, আত্মমর্যাদা ইত্যাদি মানবিক মূল্যবোধগুলি বড়ই তুচ্ছ। সমাজের শোষণযন্ত্রে নিষ্পেষিত হতে হতে তাদের এই বোধটাই হারিয়ে যায় সমাজের উঁচুতলার মানুষের মত তারাও রক্তমাংসে গড়া এক একটি জীবন্ত মানুষ। সমাজজীবনে তাদের অস্তিত্বেরও যথার্থ মূল্য আছে। নাগরিক জীবনের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যহীন ধারাবনী গ্রামে শহরের ম্যাজিস্ট্রেট রাকেশবাবু ও তার সঙ্গীরা থাকতে চাইলে তাদের থাকতে অসুবিধা হবে বলে গনপৎ কুণ্ঠাবোধ করলে, রাকেশ মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে গনপৎকে যখন বলে তোমরা এতগুলো মানুষ থাকতে পারলে আমরাও পারবো। তার উত্তরে গনপৎ এর উক্তি আমাদের যে সত্যের সামনে দাঁড় করায়, তাই প্রকৃত বাস্তব।

> "আমরা আবার মানুষ। জানবারের মতো যেখানে হোক মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে পারি। কোথায় আমরা আর কোথায় আপনারা!"[১০]

ধনুয়া ও আনোখির আত্মমর্যাদা ও সাহসিকতার তুলনা দিয়ে রাকেশ ধারাবনীর মানুষদের জাগরণ ঘটাতে চাইলে, ধারাবনী গ্রামের নৈরাশ্যপীড়িত মানুষগুলির প্রতিনিধি স্বরূপ গন্নাও সেই একই কথা বলে –

> "গিরিলালজিদের মতো বড় আদমীর সঙ্গে আমাদের কি লড়াই চলে? ওরা যা-ই করুক, আমাদের মুখ বুজে সইতে হয়। আমরা নালিয়ার গান্ধা পোকা হুজৌর--আদমী নেহী।"[১১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই পার্থক্য সভ্যজগতের তৈরি। যার কুফল ভোগ করছে 'ওরা' অর্থাৎ 'নিম্নশ্রেণী'রা। চিরদিনের অবহেলায় তাদের মনে যে পার্থক্যের সংস্কার তৈরি হয়েছে তার থেকে সহজে তাদের মুক্তি নেই। মিথ্যা সংস্কার থেকে মুক্তি পেয়ে অবলীলায় সভ্য সমাজের সঙ্গে মিশে 'ওরা' সমকক্ষ হয়ে উঠুক তা ভাবার মত সচেতন, শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষের বড়ই অভাব আজও। তবে সভ্যতা প্রগতিমুখী, তাই যুগে যুগে রাকেশ, দেবারতি, রামলখন, ভগবতের মতো মানবতাবাদী, বিবেকবান, জনস্বার্থে আত্মত্যাগী মানুষের আবির্ভাব আমরা দেখেছি। মহানুভব এই মানুষগুলির সান্নিধ্যে ধনুয়া, আনোখির মতো চরিত্রগুলি চিনে নিতে পারে নিজেদের অন্তরআত্মার চাহিদাকে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে ছিনিয়ে নিয়ে যায় নিজেদের অধিকারকে।

সময় যত গড়িয়েছে, নিঃস্ব মানুষগুলিকে ন্যায় পাইয়ে দেবার লড়াই ততই সংঘটিত হয়েছে।ধারাবনী ও তার আশেপাশের গ্রামগুলির অত্যাচারিত মানুষগুলি তাদের ভীতি কাটিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছে। ল্যান্ডলর্ড ও পলিটিশিয়ানদের সমস্ত কৌশল নিরর্থক করে দিয়ে ধারাবনী, বারহৌলি, মধিপুরার কুঁদরী সহ পাঁচটি ধর্ষিতা নারী তাদের স্বীকারোক্তি দিয়েছে, গ্রামের লোক খুনীদের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষী দিতে সম্মত হয়েছে। পরিস্থিতির চাপে নিজেদের চারিত্রিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে গিরিলাল ঝা ও ত্রিলোকীর সিং ন্যায়ের ঝান্ডা উড়িয়ে ডি এম অফিসে উপস্থিত হয়ে খুনীদের শাস্তি দাবি করে নিজেদের অবস্থানকে রেখেছে নিরাপদ। এর দু-দিন পরেই মানকালালসহ সাত জন দোষীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু এদের আড়ালের প্রকৃত দোষীদের শাস্তি সম্ভব হয়নি। ক্ষমতায়ানের জোরে ত্রিলোকী সিং ও গিরিলাল ঝা নিজেদের চারিত্রিক স্বচ্ছতাকে বজায় রাখলেও নিপীড়িত মানুষগুলির কাছে নিজেদের আধিপত্যকে টিকিয়ে রাখতে পারেনি। তারাই যে আসল দোষী তা চিনতে ভুল করেনি গ্রামের সাধারণ মানুষ। ক্ষমতার জোরে ভয় দেখিয়ে মানুষের চেতনাকে ক্ষণিকের জন্য দাবিয়ে রাখা সম্ভব। আগ্রাসী প্রতাপ এর কাছে মানুষ চিরকাল পদানত থাকে না। ধারাবনী ও আশেপাশের গ্রামের অক্ষর পরিচয়হীন মানুষগুলি আজ আসল জনদরদী নেতাকে চিনতে ভুল করেনি। রাকেশের স্বার্থত্যাগ, নিঃস্ব মানুষগুলিকে ন্যায় পাইয়ে দেবার কঠিন লড়ায়ে সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করার দৃঢ়চেতা মনোভাব, নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলির মধ্যে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নেবার চেতনার স্ফূরণ ঘটিয়েছে। অভিজাতবর্গের পরিচালিত সামাজিক কঠিন বাস্তবতার উর্ধ্বে সমস্ত ভয়কে জয় করে রাকেশের ত্রিলোকী সিং এর বিরুদ্ধে ভোটে জনপ্রতিনিধি হওয়ার প্রস্তাবকে, ধনুয়ার নেতৃত্বে সাদরে গ্রহণ করেছে মানুষগুলি। সত্যের জয় সর্বদা, নিম্নবর্গীয় চেতনার স্ফূরণে উচ্চশ্রেণীর প্রতাপের জাল ছড়ানো থাকলেও, প্রগতিশীল কান্ডারীর হাত ধরে 'ওরা' ফিরে পাই ভরসা, অর্জন করে সংগ্রাম করার মানসিক জোর। মানবিক চেতনাকে বজায় রেখে সভ্যতার অগ্রগতিতে নিয়ে আসে আলোকের বর্ণময় ছটা।

Reference:

১. ভদ্র, গৌতম ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ ২০০৪, পৃ. ৩
২. রায়, প্রফুল্ল, 'মানবজীবন' (উপন্যাস সংকলন), দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৪, 'লেখকের কথা'
৩. রায়, প্রফুল্ল, 'যুদ্ধযাত্রা' উপন্যাস, ('জীবনধারা' উপন্যাস সংকলন), দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০২১, পৃ. ১১৫
৪. তদেব, পৃ. ১০১
৫. তদেব, পৃ. ৯৭
৬. তদেব, পৃ. ১১১
৭. তদেব, পৃ. ১৮৫
৮. তদেব, পৃ. ১৮৩
৯. তদেব, পৃ. ১৯৩
১০. তদেব, পৃ. ১৮৯
১১. তদেব, পৃ. ১৯৪

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Bibliography:

ভদ্র গৌতম ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ ২০০৪

রায় প্রফুল্ল, 'মানবজীবন' (উপন্যাস সংকলন), দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৪, 'লেখকের কথা'

রায় প্রফুল্ল, 'যুদ্ধযাত্রা' উপন্যাস, ('জীবনধারা' উপন্যাস সংকলন), দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০২১